প্রথম আলো

তারিখ ... 08 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন-মর্যাদা

# খতিয়ে দেখবে মন্ত্রিসভা কমিটি, আন্দোলন চলবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের বেতন-মর্যাদার দাবি মন্ত্রিসভায় সুরাহা হয়নি। এখন এটি পর্যালোচনা করবে এ-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি।

গতকাল সোমবার মন্ত্রিসভা যেভাবে বেতনকাঠামো অনুমোদন করেছে, তাতে খুশি নন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকেরা। তাঁরা বলেছেন, এর ফলে বৈষম্য বাড়বে। এ জন্য পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ মঙ্গলবার পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালন করবেন শিক্ষকেরা।

অষ্টম বেতনকাঠামোয় টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর স্কেল বাদ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ২০টি গ্রেডের কথা বলা হলেও এর বাইরে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও মুখ্য সচিব এবং জ্যেষ্ঠ সচিবদের জন্য আরও দুটি বিশেষ

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

# আন্দোলন চলবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গ্রেড রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মূল দাবি ছিল সিলেকশন গ্রেড বহাল রাখা। এ ছাড়া তাঁদের ভাষায় 'সুপার গ্রেড' না রাখারও দাবি জানিয়ে আসছেন তাঁরা।

মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে এ বিষয়ে সংবাদ ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আলোচনা হয়েছে। মন্ত্রিসভা শিক্ষকদের দায়িত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। এ জন্য শিক্ষকদের প্রস্তাব পর্যালোচনার জন্য বেতনবৈষম্য নিরসন-সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা বহাল থাকবে। তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। যে গ্রেডে আছেন, সেই গ্রেডে নতুন স্কেলে বেতন পাবেন। তিনি আরও বলেন, তাঁদের প্রস্তাবগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলেও মৌলিক। এ জন্য বেতন কমিশন ও সচিব কমিটি বিষয়টি বিবেচনায় নিতে পারেনি। মন্ত্রিসভাও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বলে বিষয়টি মন্ত্রিসভা-সংক্রান্ত কমিটিকে পর্যালোচনা করতে বলেছে।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের খবর গণমাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার পরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। জানতে চাইলে আন্দোলনরত শিক্ষক সংগঠনগুলোর জোট বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল *প্রথম আলোকে* বলেন, মন্ত্রিসভায় যেভাবে 'সুপার গ্রেড' সৃষ্টি করে বেতনকাঠামো অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, তাতে বৈষম্যের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শিক্ষকদের প্রত্যাশিত দাবি পূরণ হয়নি। এ জন্য আজ পূর্ণ দিবস কর্মবিরতির কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। এরপর বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত জেনে পরবর্তী করণীয় ঠিক করা হবে। তিনি বলেন, বেতনকাঠামোর ভালো দিক হলো সবার বেতন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। তাঁরা আশা করছেন, সরকার তাঁদের দাবিদাওয়া পূরণ করবে।

৩৭টি সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার ৮০০। জাতীয়, ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী পড়ছেন প্রায় ১ লাখ ৭৫ হাজার।